দৈনিক বাংলা

তারিখ 28 JUN 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

সাহিত্য-সাংবাদিকতায় পুরস্কার

ফিলিপস সাহিত্য ও সাংবাদিকতা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রবীণ সাহিত্যসেবী জনাব মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন বলেছেন, কোন শিল্পী সাহিত্যিক বা সাংবাদিকই পুরস্কারের আশায় সাধনা করেন না। তবে তাদের কোন অবদান স্বীকৃত বা পুরস্কৃত হলে তা সবার জন্য আনন্দ ও অনুপ্রেরণার উপলক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

জনাব মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের এ উক্তির সঙ্গে দ্বিমত পোষণের কোন অবকাশ নেই। ভাল কাজের স্বীকৃতির প্রয়োজন সমাজে সব সময়ই রয়েছে এবং সে স্বীকৃতির মাধ্যমেই কেবল সমাজের মানুষ ভালো কাজে অনুপ্রাণিত হতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হতে পারে সুস্থ প্রতিযোগিতা। অর্থ, পদক, কিংবা সনদপত্র হয়ত বড় কথা নয়—বড় কথা হচ্ছে মূল্যায়ন, স্বীকৃতি এবং অনুপ্রেরণা। তবে প্রতীক হিসাবে এ সবেরও যথেষ্ট মূল্য আছে।

এ বছরই প্রথমবারের মত সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় ফিলিপস পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে কথাশিল্পী জনাব শওকত আলী ও সাংবাদিক জনাব মোজাম্মেল হক। স্ব স্ব ক্ষেত্রে তারা মানুষের অধিকারকে সর্বোচ্চে তুলে ধরেছেন। এ পুরস্কার প্রাপ্তিতে তাদের আমরা অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশের সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পুরস্কার প্রবর্তন করে ফিলিপস একটি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। এই পুরস্কার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সৃজনশীল ও সুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করবে। আগেই বলেছি পুরস্কারের আশায় শিল্পী সাহিত্যিকরা লেখনী চালনা করেন না তবে কাজের স্বীকৃতি নিঃসন্দেহেই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগায়।